Bangladesh Journal of Political Economy

© 2011 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 27, No. 1 & 2, 2011, pp. 177-192
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

সরকার কেন সফল হয় না? একটি রাজনৈতিক অর্থনীতিক বিশ্লেষণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো : জহিরুল ইসলাম সিকদার [১]

সারাংশ

রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অপ্রশাসনিক বাধাগ্রস্ত বিরূপ প্রভাব এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অপরিপক্ক নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যতা সৃষ্টি, সময় ও গুরুত্বের প্রতি অবহেলা, দেশি-বিদেশি সাহায্য ও ঋণের অপব্যবহার ও লুটপাট-এসবই সরকারের অসফল রাজনীতি-অর্থনীতি। উন্নয়নশীল এবং কম উন্নত দেশের অনেক সামরিক সরকার দীর্ঘসময় সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেও থাকতে পারেননি। তাদের ব্যর্থতার পরিণতিও ভাল হয়নি। কতক সরকার ও তার লোকবল নির্বাসনেও গিয়েছেন। এসব দেশে, সরকার দেশ পরিচালনার দখলদার হওয়ার জন্য অনেক রক্ত জড়ায়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত হলেও পারেননি। এখানে রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যর্থ ক্ষমতায়ন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফল হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল সোনালী আঁশের দেশ সোনার বাংলায় রূপদান করা। এক্ষেত্রেও অপশক্তি ও কুচক্রের শিকার হয় সদ্য স্বাধীন নবীন একটি সরকার ও সরকার প্রধান। একটি নরক জান্তার কাছে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার বাহক ও স্বাধীন দেশের জাতির জনককে রক্ত বন্যা বয়ে সরকার ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে স্বাধীন জাতির জনকের পরিবারসহ হত্যা করা হয়। দেশ ও শাসন শোষণে সরকার ব্যর্থতার ভুল-শুদ্ধ রাজনীতি-অর্থনীতির গ্লানি এখানেই থামেনি। বাংলাদেশের ইতিহাস শাসন-শোষণ-লুণ্ঠন ঘটনাসমূহ রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সব সরকারেরই ব্যর্থতা। এসব ব্যর্থতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে অতীতের সব সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। রাজনৈতিক ভেল্কিবাজি দ্বারা রাজনৈতিক দলের সরকার বারবার পরিবর্তন আকারে আসলেও এদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি বেগবান হয়নি। এ জন্য সরকারের ভেতর বাহির লোকজনের মধ্যে মরিচিকা পরিষ্কার করে জনগণের স্বার্থে কাজ করলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। দেশের স্বার্থেই এমন সরকার দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকার প্রত্যাশা জনগণের থাকবে।

১. প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ঢাকা এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

১. ভূমিকা

রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যাবলিতে সরকারের ভূমিকা সর্বাগ্রে। সরকার তার প্রাপ্ত এবং জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত বিরূপ প্রভাব এবং উন্নয়ন কর্মকা- অসফল সবই সরকারের ব্যর্থতা। রাষ্ট্রীয় সেবামূলক ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চরম ঘাটতি ও দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলা, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যতা সৃষ্টি, সময় ও গুরুত্বের প্রতি দেশ ও রাষ্ট্রের সকল রকম কর্মকা- অবহেলা ও ব্যর্থতা এসবই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারের। এসব ক্ষেত্রে সরকার দেশ পরিচালনায় অযোগ্যতা নির্ণীত হলে বলা হয় অসফল সরকার বা সরকারের ব্যর্থতা। সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতাই রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে এবং সরকার বদলের ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। উন্নত ও অনুন্নত দেশের সরকার রাজনীতি-অর্থনীতিতে অসফলতার কারণ এবং দ্বিতীয় খ- বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

১. সরকার কেন সফল হয় না-এর কারণ নির্ধারণ ও তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ।
২. সরকার অসফলতার কারণে দেশের উন্নয়নে কিভাবে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
৩. বাংলাদেশের সরকারসমূহের ব্যর্থতার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এবং করণীয় দিক নির্দেশনা।
৪. ক্ষমতাসীন সরকার অতীতের ভুল-শুদ্ধ অভিজ্ঞতা পুঞ্জিভূত করে দেশ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন।
৫. দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দীর্ঘয় শাসনভার থাকা উচিত।

৩. বিশ্বজুরে সরকার ব্যর্থতার চাল-চিত্র

৩.১ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনায় ও উন্নয়ন ধারায় বিভিন্ন দেশের সরকার বিবিন্ন রকমের ভূমিকা পালন করে থাকে। আজকের উন্নতা দেশগুলোর দিকে তাকালে দেকা যায় যে, উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কতক ক্ষেত্রে সক্রিয় সফল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে, আবার, কতক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বয়ংসম্পূর্ণ সূচক যেমন, উৎপাদন, ভোগ, বিনিয়োগ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিরাপত্তা, জনকল্যাণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনীতি স্থিতিশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন আংশিক সফল আংশিক ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতাই সরকার ব্যর্থতার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কতক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উদ্যোক্তার ভূমিকাও পালন করছে। এসব ব্যর্থতার কারণেই সরকার দেশ পরিচালনায় সফল হতে পারেনি।

৩.২ ১৮৭০ সালের পরে জাপানে, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ায় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্প বাছাই থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত উন্নয়ন কর্ম প্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়ে সেসব দেশের সরকার সক্রিয় ও পরোক্ষভাবে উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং উল্টোটা ঘটতে দেখা গিয়েছে।

(ক) ব্রিটেনে শিল্পপতি ও বণিকদল উন্নযন কার্যাবলিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং উন্নয়নকে বেগবান করেছে। সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নীতি সফল করে তুলেছে। অবাধ নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র ক্রিয়াশীল ছিল। বহিরাগতদের পুনর্বাসন, রেলপথ স্থাপনে জমি প্রদান, ভূ-দান সংস্থা (Iand-grant colleges) গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। আবার সংরক্ষিত শুল্ক নীতি গ্রহণ করে এবং ভর্তুকি প্রদান করে বিশেষ কতক শিল্পোন্নয়নে সরকারি ভূমিকা পালন করেছে। আইন শৃঙ্খলা, জনসেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের উন্নয়নে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করতে সরকার সফল হয়নি।

৩.৩ রাজনৈতিকভাবে তখন যুক্তরাজ্য দেশ দখল ও কলোনি দেশ শোষণ শাসনে ব্যস্ত ছিল। দীর্ঘদিনের কলোনি দখল শাসন শোষণ অব্যাহত রাখার কারণে দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এসব ব্যর্থতার দায়ভার তখনকার সময়ে দেশ পরিচালনায় যারা ছিল তাদের উপরই বর্থায়েছে।আরও পরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

৩.৪ আধুনিক সময়ে এসব উন্নত দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিক পরিবর্তন ভিন্নরূপ হয়েছে। সরকার ব্যর্থতার রাজনীতি-অর্থনীতিক ধারা পাল্টিয়েছে। এসব দেশের শাসন, শোষণ, উন্নয়ন ধারা দেশ পরিচালনার কায়দা পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের ইংল্যা-, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, বর্তমান চীন, জাপান, রাশিয়া, কোরিয়া রাষ্ট্র পরিচালনাসহ উন্নয়ন খাতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনীতিক সব কর্মকা- পরিবর্তন এসেছে এবং হয়েছে। এসব দেশে আধুনিক উন্নয়নের প্রায় সব উপকরণ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সত্ত্বেও সরকার রাজনৈতিক অর্থনীতিক কর্মকা- ব্যর্থ হয়েছে, এরূপ আওয়াজ সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। এসব দেশের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন হওয়ার কারণে রাজনৈতিক-অর্থনীতিক কার্যকলাপে নতুন নতুন ইস্যু নিয়ে সরকার ব্যর্থতার বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আজকের উন্নত বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মান, কোরিয়া, অধুনা চীন, জাপান সরকার পর্যন্ত দেশ শাসন পরিচালনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের কোন সরকারই দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পায়নি। যার কারণে দেশ পরিচালনায় নতুন নতুন নেতৃত্ব জেগে উঠছে। কাজেই রাজনীতিক-অর্থনীতিক বিভিন্ন কর্মকা- সরকার ব্যর্থতার আওয়াজ উন্নত বিশ্বেও থেমে নেই।

৩.৫ দরিদ্র, কম দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতিক অবস্থা অবশ্য আরও ভিন্ন প্রেক্ষাপট। এসব দেশের উন্নয়নে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ্যা অবস্থা বিরাজ করছে। এসব দেশের সমস্যাবলি ভীষণ বিদঘুটে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান যে পরিবেশে উন্নয়ন সম্ভব করে তুলেছে উন্নয়নশীল দেশের সরকার উন্নয়নে জন্য সে পরিবেশের কথা চিন্তা করতে পারেনি। তবে কতক উন্নয়নশীল দেশ (আরব রাজ্য, মধ্য এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ প্রভৃতি) উন্নয়নে যে বন্ধ্যা পরিস্থিতি ছিল তা নতুন কৌশলে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়ন ধারায় এগোতে পারেনি এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ। তারা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতে পারেনি। এদের মধ্যে যারা উন্নয়নের গতি বেগবান করতে সক্ষম

হয়েছে তারা পার্শ্ববর্তী দরিদ্র, কম উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বাধাগ্রস্ত করেছে। ফলে এসব দেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতিক উন্নয়ন ধারায় পরিচালিত সব ধরনের সরকারই কম-বেশি ব্যর্থ হয়েছে বলে জনগণের কাছে এবং জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। তাদের (সরকার পরিচালনায় যারা ছিলেন) ব্যর্থতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে অনেক সরকার প্রধানকে দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে। অথবা ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য করানো হয়েছে।

৩.৬ উন্নয়নশীল এবং কম উন্নত দেশের অনেক সামরিক সরকার দীর্ঘসময় সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেও থাকতে পারেননি। তাদের ব্যর্থতার পরিণতিও ভাল হয়নি। কতক সরকার নির্বাসনেও গিয়েছেন। আবার সরকারের লোকবল রাজনৈতিক কারণেও নির্বাসিত হয়েছেন। কম উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে, সরকার দেশ পরিচালনার দখলদার হওয়ার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। অনেক রক্ত জড়ায়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত হলেও পারেননি। এখানে রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যর্থ ক্ষমতায়ন, দেশ পরিচালনা, শাসন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এসব দেশের সরকার এবং তাদের লোকবল স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় দেশের বিভিন্ন খাতের নগদ ও সম্পদে লুটপাট করেছে। এশিয়ার অনেক দেশের চিত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, নিজেদের পকেট ভারী শোষণ, লুটপাট, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় করে সরকারি দলে থেকে নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেস্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতা দেশ ও জাতির জন্য বিশ্ব দরবারে কলঙ্ক বিজড়িত জাতির গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

৩.৭ অধুনা ভিন্ন কায়দায় আবার বিশ্বজুড়ে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার নামে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়েছে। বিশ্বজুড়ে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়ে মুসলিম বিশ্বকে রাজনীতি-অর্থনীতির দিক থেকে বেকায়দায় ফেলেছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্য, আরব রাজ্যের দেশসহ সমগ্র মুসরিম বিশ্বে জঙ্গিবাদের রাজনীতি অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়েছে। একটি উদাহরণ না দিলে হয় না। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পারভেজ মোশারফ নিজে ক্ষমতাকে স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার জন্য জঙ্গিবাদ সৃষ্টি, বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতি, পরাশক্তি সহায়তা সুকৌশলে গ্রহণ করে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় ইসলামী ভাবমূর্তি নষ্ট করে দিয়েছে। নিজের দেশ পাকিস্তানকে বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসের ঘাঁটির দেশ হিসেবে পরিচিত করেছে। বিশ্বের কোন দেশ ও কোন মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। সমগ্র মুসলিম জাতির ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার জায়গা সমগ্র মুসলিম দেশসমূহসহ আরবকেও কলঙ্কিত করেছে। এ রকম স্বৈরতান্ত্রিক জঙ্গিবাদের নায়ক মোশারফের মত আরও অনেক নায়কের উত্থান সৃষ্টি হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থনীতি কলঙ্ক সরকারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কলঙ্কিত করেছে।

৩.৮ অতি দরিদ্র, কম দরিদ্র ও উন্নয়নশীল এসব দেশের উন্নয়ন ধারা আজকের উন্নত দেশগুলোর মত গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কম উন্নত দেশগুলো বন্ধ্যাত্বের গিটটু নমনীয় করতে পারেনি। এসব দেশের হাজারো সমস্যা নিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। এসব দেশের সরকার পরিচালনায় যারা ছিল তারা বুঝতে পারত যে তাদের দেশের সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে। দেশকে টেনে হেচড়ে উঠাতে হবে। ব্যাপক হারে সরকারি

প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে সরকার ব্যর্থতার আওয়াজ আসবে এবং বাস্তবতায় পরবর্তী সময়ে তাই হল। আওয়াজ হল অতি দরিদ্র, দরিদ্র, কম দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতির ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা উন্নয়নের মুখোশ খোলতে পারে নি। এর মধ্য দিয়েই ১৯৪০-১৯৮০ সময়ের মধ্যে এশিয়ার চীন, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর উন্নয়নে অনেক দুর এগিয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যর্থতার মাঝে এসব দেশ অনেকটুকু সফল হয়েছে। আরও অনেক দূর সফল হয়েছে আরব অঙ্গরাজ্যের অনেক দেশ। তারা অবশ্য বিশ্বের কাছে তাদের নিজস্ব সম্পদ তেল বিক্রি করে শিক্ষা ও প্রযুক্তি নিজের দেশে প্রবেশ করিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সমান তালে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত দেশের স্বাস্থ্য, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সমান তালে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত দেশের স্বাস্থ্য, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কলঙ্কমুক্ত হতে পারছে না।

৩.৯ আফ্রিকার অনেক দেশ কৃষি সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও বনায়নে উন্নয়ন করে বিশ্বের কাছে উন্নয়ন ধারায় পরিচিতি লাভ করেছে। কতক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা থাকলেও সেসব দেশের জনমনে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সফল হয়েছে। মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ সেক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এর পেছনে উন্নত দেশের রাজনীতি অর্থনীতি বড় কারণ। উন্নত দেশসমূহ বিভিন্ন ধরনের সংঘ জোট গঠন করে বিশ্বের অনুন্নত দেশসহ এশিয়ার দেশসমূহ এবং সরকারসমূহকে কোণঠাসা করে রেখেছে। উন্নয়ন সহায়তার নামে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেশসমূহের সরকারগুলো পুতুল সরকার বানিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন কায়দায় রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক সহায়তা দিয়ে উন্নয়নের নামে দেশ ও দেশের মানুষকে গবেষণার ক্ষেত্র বানিয়েছে।

৩.১০ বিশ্ব পরাশক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এসডিআর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন সহায়তার নামে শর্তযুক্ত ঋণসহায়তা এবং দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা বিভিন্ন কৌশলে প্রবেশ করিয়ে এসব দেশের মানুষকে নেশাখোরের মধ্যে ফেলে রাখছে। এসব দেশের সরকার যখনই কোন উন্নয়নের কাজে বা সংস্কারমূলক কাজে জোরেসোরে হাত দেয় তখনই তা বিভিন্ন কৌশল ও বাহানা করে ঐ উন্নয়নের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা উন্নয়ন তারা করতে দিবে না।

৩.১১ বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে উন্নয়নের নামে উন্নত দেশ তাদের দ্বারা গঠিত দাতা গোষ্ঠি বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে অর্থ অনুপ্রবেশ করিয়ে দেশের সরকারকে উন্নয়নের কাজে সহায়তা করে। দেশের সরকারও জনগণের কাছে বাহবাহ পাওয়া ও ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এসব বিদেশি সহযোগিতা যে কোনভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। শেষে অবশ্য মোট ব্যয়ের বড় অংশ দাতাদের তাঁবেদারি ও বেতন ভাতা সুবিধাদি প্রদানে শেষ হয়ে যায়। উন্নয়নে প্রদত্ত ব্যয়িত অর্থ দ্বারা কাজের একটি অংশমাত্র শেষ হয়। দীর্ঘসময় পুনঃসহায়তার জন্য অপেক্ষাও করতে হয়। এ ধরনের সহায়তা দ্বারা স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প সমাপ্তির কাজ দীর্ঘমেয়াদে সমাপ্ত হয় না। এর

পশ্চাদগামিতার প্রভাব দেশ, সরকার, দেশের মানুষের উপর পড়ে। দেশের মানুষ সরকারের এসব কাজের উপর আস্থা হারায় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ব্যর্থতার আওয়াজ আসে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতার কারণে একসময় সরকার তার দেশ পরিচালনার শাসনভার ও দায়িত্ব থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

সরকার কেন সফল হয় না? রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ : বাংলাদেশে এর প্রভাব

সরকার কেন সফল হয় না? এর কারণে বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের উৎপত্তির ইতিহাসও সরকার ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এসেছে। এদেশ ব্রিটিশ শাসন-শোষণের দুইশত বছরের পরিণতি স্বাধীন বঙ্গ ভারত পাকিস্তান শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ। তারপরও দেশ শাসনে সরকার ব্যর্থতার নানা রাজনৈতিক-অর্থনীতিক ইতিহাস জড়িত।

১. **স্বাধীনতা ও হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং সরকার ব্যর্থতার দায়ভার ঃ** বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বহুবিধ সংগ্রাম, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পুরোটাই ভিন্ন দেশের শাসক গোষ্ঠির সরকার ব্যর্থতার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণ। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের সরকার ব্যর্থতার ফসল ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ এবং ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান সৃষ্টি। ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন শোষণও সরকার ব্যর্থতায় দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সব সরকারেরই উন্নয়ন কাজের ব্যর্থতা ছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব রাজনৈতিক অর্থনীতিক ব্যর্থতা ও ভেলকিবাজির খেলা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে তুলে ধরা যায়। এদেশের যত রকমের উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয় তা নির্দিষ্ট সময়ে কাজের একটি অংশ মাত্র শেষ হয়। দীর্ঘ সময় পুনঃসহায়তার জন্য অপেক্ষাও করতে হয়। এ ধরনের সহায়তা দ্বারা স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প সমাপ্তির কাজ দীর্ঘমেয়াদে সমাপ্ত হয় না। এর পশ্চাদগামিতার প্রভাব দেশ, সরকার, দেশের মানুষের উপর পড়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল সোনালী আঁশের দেশ সোনার বাংলায় রূপদান করা। এক্ষেত্রেও অপশক্তি ও কুচক্রের স্বীকার হয় সদ্য স্বাধীন নবীন একটি সরকার। একটি নরক জান্তার কাছে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার বাহক ও স্বাধীন দেশের জাতির জনককে রক্ত বন্যা বয়ে সরকার ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে স্বাধীন জাতির জনকের পরিবারসহ হত্যা করা হয়। ঠিক এর আড়াইমাসের মাথায় রাষ্ট্রের চারজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সম্পদ, দেশীয় চিন্তাভাবনার ধারক-বাহক, নীতি নির্ধারককে সরকার ব্যর্থতার রাজনৈতিক-অর্থনীতিক অপবাদ দিয়ে বন্দিখানায় প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। এ ধরনের সরকার অসফলতার নামে হিসাব-নিকাশ কষে পঁচাত্তরের পরে সংঘটিত আরও একটি হত্যাকা- সামরিক জান্তা কর্তৃক সংঘটিত হয়। সরকার ব্যর্থতার ভুল-শুদ্ধ রাজনীতিক-অর্থনীতিক হিসাব-নিকাশ এখানেই থামেনি। তারপর শুরু হয় ভিন্ন কায়দায়। সামরিক একটি সরকার এদেশের রাজনীতি-অর্থনীতিকে গলা টিপে হত্যা করে জোর করে দীর্ঘসময় দেশ পরিচালনা করে। এরূপ দেশ পরিচালনায় প্রায় আট বছর অতিবাহিত হলেও

শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের অভাব ও স্বৈরশাসন বেসামাল পরিস্থিতির সৃষ্টি ও সরকার ব্যর্থতার কারণে দেশের জনগণ কর্তৃক রাজনৈতিক আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাধ্য করানো হয় সরকারি শাসন ও শোষণ থেকে ১৯৯১ সালে অব্যাহতি দিতে। আবার ১৯৯১ সালে একটি রাজনৈতিক দল সরাসরি ভোটের মাধ্যমে (বিএনপি সরকার) ক্ষমতায় এলে তাদের অপকর্ম, সম্পদের লুটপাট, কুশাসন, শোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারের কারণেই দেশ পরিচালনায় সরকার ব্যর্থতার আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক নামে পুতুল সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এখানেও ছিল সরকার ব্যর্থতার রাজনীতি-অর্থনীতি। আবার ১৯৯৬ সালে অন্য একটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ভার পেলেও পাঁচ বছরের বেশি দেশের শাসনভার ও দেশ পরিচালনা করতে পারেনি। সরকার দলীয় নেতা কর্মীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, দলবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলধারী, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট, কমিশন ভাগের মালিকানা, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ইত্যাদি রকম দায়ভার ও ব্যর্থতার কারণে জনগণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করানো হয়। এর মধ্যে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পাকাপোক্ত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ পদ্ধতি, সামরিক শক্তি কর্তৃক পরাশক্তির সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন ধরনের ফন্দি ফিকির করে প্রায় একের অধিক বছর সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দিয়ে কোন রকম ভাবে তাদেরও বিদায় নিতে বাধ্য করানো হয়। সরকার ব্যর্থতার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক খেলা এখানেই থেমে নি। প্রতিটি সরকার ব্যর্থতার সাথে বিদেশি কলাকৌশল কম-বেশি জড়িত ছিল। দেশি-বিদেশি কুচক্র মহল এবং বিশ্বাসঘাতকতা চক্র দ্বারা বিভিন্ন সময় সরকার ব্যর্থতার খেলা চলতেই থাকে।

২. **বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের সরকার গঠনে পক্ষে-বিপক্ষে অতি স্বাধীনতা, বিভেদমূলক পরিস্থিতি** এবং দেশ শাসনে ব্যর্থতার দায়ভার ঃ বাংলাদেশে রাজনীতি অর্থনীতির মূল বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকার সুষ্ঠু ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন নির্দেশক বিষয়ে কাজ করে যাবে। এর দ্বারা দেশের উন্নয়নের গতিপথ ক্রম বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকারের বিভক্তিকরণ ও বিরোধ এর কারণে কখনও বড় বিষয়গুলো সঠিকভাবে সমাধান করা যায় নি।

বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক পরিবেশে দুটি প্রধান দলের মুখোমুখি অবস্থান প্রায়শই উত্তপ্ত থাকে। বিরোধী দলও সরকারের অংশ। কিন্তু বাংলাদেশে বিরোধী দলসমূহ কখনও প্রধান বিষয়টিও উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখেনি বা রাখতে পারেনি। এদেশে সবসময় সরকারই এককভাবে কাজ করে আসছে। একথা ব্যাপকভাবে, এমনকি সরকারের অভ্যন্তরেও স্বীকৃত যে, দেশের বড় বড় সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে ঐ সকল বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সমাঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই লক্ষ্যে কোনো অগ্রগতি কখনও হয়নি।

এদেশে রাজনীতি-অর্থ ও পেশিশক্তি নির্ভর। এখানে রাজনীতির মূল লক্ষ্য জনসেবা নয় বরং ব্যক্তির, পরিবারের, গোষ্ঠীর অর্থ-বিত্ত ও দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। এই রাজনৈতিক পরিবেশে কালো টাকার মালিক অনেক দুর্নীতিবাজ রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এ রকম অনেকেই

নির্বাচনে জিতে এখন আইন প্রণয়নকারী বনে গিয়েছেন। নির্বাচনে অনেক টাকা খরচ করে তাদের ক্ষমতা মেয়াদে তারা আরো অনেক বেশি অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে নেন-ঘুষ ও বিভিন্ন রকম দুর্নীতির মাধ্যমে।

প্রায়শঃই দেখা যায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বক্তৃতাবাজীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনগণকে বুঝাতে চান যে, তারা দেশের মানুষের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তাদের সকল কর্মকা-ের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। তারা বিরোধীদেরকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন এবং নিজেদের কাজে অগ্রগতি ওদের জন্য ব্যাহত হচ্ছে বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছেঃ এদেশে সাধারণ মানুষ কখনও সরকারের উন্নয়ন কর্মকা-ের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। কাজেই আজ দেশে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক ও গভীর। বস্তুত ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ এদেশের রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক। এই লোভের কারণেই অনেকে ক্ষমতাবানদের চেলায় পরিণত হন। কোনো উপযুক্ততা বা দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও এদের অনেকেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তারা তাদের নিয়োগকর্তাদের তুষ্ট করতেই সদা ব্যস্ত থাকেন এবং সেই মতেই কার্য সম্পাদন করে থাকেন ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে। আবার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রায়শঃই বলতে শুনা যায় যে, জনগণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কিন্তু যেনতেন প্রকারে নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেদের ও নিজ দলের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই মূলত তারা কাজ করেন। আর সাধারণ মানুষ থেকে যান অবহেলিত। সাধারণ মানুষ তাই দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন।

এই অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তারা ইচ্ছামত ভোট দিতে পারেন না, তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে পারে না। যে নীতি কাঠামোয় দেশ পরিচালিত হবে তা নির্ধারণে এবং উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যথাযথ অবদান রাখতে পারে না। কেননা ক্ষমতা লোভী ভোটপ্রার্থীরা অর্থ ছড়ান, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন এবং প্রয়োজনবোধে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বিধিবিধানের তোয়াক্কা তারা করেন না। কাজেই সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগই পায় না। এখান থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতির বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়। দেশ পরিচালনায় শুভ বুদ্ধি জেগে উঠে না, পরিণতিতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে সরকার ব্যর্থতার লক্ষণসমূহের আলামত ও বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

৩. বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকার অসফলতার কারণ ও অর্থনৈতিক চাল-চিত্র এবং করণীয় বিষয়

সরকার ব্যর্থতার বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক কৌশল বিষয়ও জড়িত। বিদেশি সংস্থা সাহায্য-সহযোগিতা, পরাশক্তি মহল তাদের দ্বারা দেয় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সরকার ব্যর্থতার রাজনীতির অর্থনীতির কারণকে স্পষ্টকীকরণ করা যায়। এরূপ কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

৩.১ বাংলাদেশে বিদেশি ঋণ প্রয়োগ ও ব্যবহারে সরকারের ব্যর্থতা ঃ মানব উন্নয়ন কাঠামো সৃষ্টিতে ঋণ সেবা সহযোগিতা স্বাধীন দেশের সরকার ব্যর্থতার কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। প্রফেসর

আবুল বারকাত (২০০২) তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে সরকারিভাবে গত প্রায় ৩৮ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ৪,০০,০০০ কোটি টাকার বেশি। এর বাইরে বেসরকারিভাবেও বিদেশি সাহায্য এসেছে এ সময়ে ২০৩৭০ কোটি টাকা (প্রায়)।

(ক) সরকারিভাবে আসা ঐ ৪,০০,০০০ কোটি টাকার বিদেশি ঋণ সেবা সাহায্য কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে।

(খ) এ সাহায্য রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল।

(গ) কোন গোষ্ঠির ভোগ কাঠামোতে ঐ ঋণ সাহায্যের অভিঘাত সরকারের ব্যর্থতার কারণ ছিল।

(ঘ) ঋণ সাহায্যের প্রবাহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৯০) ইতোমধ্যে মূলবান কিছু গবেষণা করেছেন। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ সাহায্যে বাংলাদেশের এমনকি উন্নয়নশীল দেশের কাঠামোগত উন্নয়নে কাজে লাগেনি। জিডিপি'র ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুব কম বা ঋণাত্মক। এসব ঋণ অর্থনীতিতে কোন ধনাত্মক ভূমিকা রাখতে পারেনি। যার কারণে সরকার ব্যর্থতার রূপায়ণ বার বার হয়েছে।

৩.২ ঋণ সেবা সাহায্য মৌলিক স্বাধীনতা প্রদানে অক্ষম ঃ প্রফেসর আবুল বারকাত (২০০২) অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, গত ৩৮ বছরে বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহ যে বাংলাদেশে সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে এমনটি এখনও পর্যন্ত কোন উন্নয়ন গবেষণায় প্রমাণিত হয় নি। বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশের জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে নি। এর মধ্যে (ক) অর্থনৈতিক সুযোগ, (খ) সামাজিক সুবিধাদি, (গ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (ঘ) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি এবং (ঙ) সুরক্ষার নিশ্চয়তা। প্রকৃত অর্থে বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহের সাথে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এমন যে, বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহের সাথে ঐসব স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের সম্পর্কটি ঋণাত্মক। যা হয়েছে–

(ক) ৪০% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস,

(খ) ৫৫% মানুষের জন্য ভাল পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর সুযোগ হয়নি,

(গ) ৫৬% মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত,

(ঘ) ৩৬% মানুষ বয়স্ক নিরক্ষর,

(ঙ) প্রায় ২ কোটি শিশু শিক্ষা সুযোগ থেকে বঞ্চিত,

(চ) ১ কোটির উর্ধ্বে শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে,

(ছ) প্রতি বছর ৩০ লক্ষ শিশু ডাক্তারি সহায়তা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করছে,

(জ) ২০ লক্ষ শিশু জন্মগতভাবেই ওজনে স্বল্প,

(ঝ) প্রায় ২ লক্ষ শিশু ৫ বছর বয়সে পৌছানোর আগে মৃত্যুবরণ করে,

(ঞ) সমসংখ্যক শিশু রোগ প্রতিষেধক টিকা পায় না,

(ট) ২.৫ কোটি মানুষ কর্মহীন ও আধাকর্মহীন, প্রতি বছর যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের অর্ধেকই পাঁচ বছরের নিচের শিশু, প্রতিদিন অপুষ্টি সংশ্লিষ্ট কারণে ৬৫০ জন শিশুর মৃত্যু

হয় ইত্যাদি ।

৩.৩ বৈদেশিক ঋণ সাহায্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থতা ঃ মানব উন্নয়নের স্বাধীনতা মধ্যস্থাকারী ধারণার সাথে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য প্রবাহের সম্পর্ক নির্ধারণে অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই দ্বিমত রয়েছে । অনেকেই মনে করেন উক্ত ঋণ সাহায্য প্রবাহ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে সাহায্য করার মাধ্যমে অদ্ভত চুইয়ে পড়া (trickle down) উপযোগ সৃষ্টি করে । এ বিষয়ে অধ্যাপক আবুল বারকাত (২০০২) তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "আমরা পরিসংখ্যানগত সহ-সম্পর্ক নির্ধারণে যা দেখি সেটা কোনভাবেই ঐ ধারণা সমর্থন করে না । ১৯৭৮-৯৯-এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহের সহ-সম্পর্ক হল ০.২৭, যা ১৯৮২-৯১ সময়ের গড় সহ-সম্পর্ক ০.১৯ ও ১৯৯১-৯৯ সময়ের গড় সহ সম্পর্ক ০.৭১ । অর্থাৎ জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহের উপর নির্ভরশীল নয় । আর ৯০-এর দশকের ঋণাত্মক নির্ভরশীলতা সম্ভবত এটাই নির্দেশ করে যে, বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ।"

৩.৪ ঋণ সাহায্যের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প ও অদৃশ্য হাত নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা ঃ বিভিন্ন গবেষণার দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এত গভীর এবং সর্বব্যাপী যে, বিপুল অঙ্কের সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) রচনা রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে । আসলে নির্ভরশীলতার এ মাত্রা যে আমাদের উন্নয়ন তাগিদ থেকেই উৎসারিত–এ কথা সত্য নয় । বহু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প অদৃশ্য হাত মারফত আমাদের এডিপি-তে অন্তর্বুক্ত হয়ে যায় । সম্ভবত কারণটি এমন যে, ফরেন এইড শিল্পে মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন কেউ রয়েছেন যিনি বা যারা এ সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে ব্যাপক সুবিধা আদায় করে থাকেন । এমনকি সাহায্যনির্ভর প্রকল্পে এমন বেশকিছু উপাদান সংযুক্ত হয় যেগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় । যেমন–যানবাহন, অফিস সামগ্রী, পরামর্শদাতা এবং বিদেশ ভ্রমণ । যন্ত্র বা সরঞ্জামাদি বাছাই এবং প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বাধীনতা থাকে না । প্রকল্প চয়নের ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব পায় না । প্রতিকূল শর্তাদি ও ক্রস শর্তাদির বিষয়টি এখন সরকারিভাবেই স্বীকৃত (ERD, Flow of External Resources, 2000: xxi) । এখানে বলা সঙ্গত যে, বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য প্রাপ্তির ৩৮ বছর পরে ইদানীং আমরা যে অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত, পরিত্যক্ত এবং ক্ষতিকর প্রকল্পসমূহের কল্পনাতীত দায়ভার নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি সেটা সাহায্য উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীলতা ও বাধ্যবাধকতার আওতায় উল্লিখিত অদৃশ্য হাতের কারসাজি প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে পুরাতন অকেজো ও বাতিল যন্ত্রপাতি ও know how পাচারের সক্রিয় প্রচেষ্টা । প্রকল্প চয়নে জাতীয় অগ্রাধিকারের গুরুত্বহীনতা–এসবেরই ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র ।

৩.৫ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সনদ প্রাপ্ত বাংলাদেশ পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা ঃ পরিষ্কার ও স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ২০০৭ সালে বাংলাদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি দুর্বৃত্তায়নে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ সমৃদ্ধির ঘটনা ধরা পড়েছে । তাদের অর্থের স্ফীতি কোথা থেকে হয়েছে তা পরিষ্কার এবং রাজনীতি-অর্থনীতির পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হচ্ছে বলতে কোথা থেকে কিভাবে তাদের অর্থের স্ফীতি হয়েছে । আমরা এ থেকে বলতে পারি এদের একটি চক্র বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের বিরাট অংশ লুটপাট করেছে । নিজেদের মধ্যে ধন-সম্পদের পাহাড়

গড়েছে। ঘুষ, দুর্নীতিতে তারা দেশকে চ্যাম্পিয়ান হেট্টিক করতে পেরেছে।

৩.৬ বৈদেশিক ঋণ সাহায্য মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সংস্থানে ব্যর্থ ঃ অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৯০) বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন উথাপন করে বলেন, বাংলাদেশে মৌলিক প্রয়োজনসমূহের চাহিদা এখন অবধি নিচু স্তরে রয়েছে। এ পটভূমিতে বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং সম্পদ ভিত্তির আওতায় বাংলাদেশ তার জনগণের জন্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। মাথাপিছু প্রতিদিন ১৬ আউন্স প্রয়োজনের ভিত্তিতে হিসেব করলে দুর্যোগমুক্ত বছরগুলোতে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থেকেছে এবং ২০ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। আমাদের কারখানাগুলোতে কাপড় উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং গোটা জনসংখ্যার ন্যূনতম বস্ত্র চাহিদা মেটানোর মত বয়ন আমাদের হ্যান্ডলুমগুলোর রয়েছে। আমাদের ওষুধ কারখানাগুলো স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে সক্ষম। একইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সম্পদ জনগণের ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। গোটা জনসংখ্যার জন্যে টিনের ছাউনিযুক্ত কাঁচা বাড়ি নির্মাণ করে দেয়াও সম্ভব। সুতরাং, মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা বিরাজমান সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা থেকেই উদ্ভূত। আমরা ও নিশ্চয়তা নির্ভর করে জমির মালিকানা এবং মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের উপর। কাজেই সকলের জন্যে মৌলিক প্রয়োজনগুলো নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে জমির পুনর্বণ্টন এবং আয়ের বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টি করা। ভোগের ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা সেটাও মূলত কাঠামোগত ব্যর্থতার পরিণতি। ভাল ফসল হয়েছে এমন বছরেও বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ প্রচেষ্টায় এক লক্ষ টনের বেশি খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। ফলত মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্যে আমাদের খাদ্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। আমরা বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাহায্য কামনা করি, অথচ বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতারই পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। অধিকাংশ চালু বস্ত্রশিল্প লোকসান দিচ্ছে, তাঁতিরা তাঁত ছেড়ে দিচ্ছে এবং কোন রকমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখছে। এ সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য কোন উপকারে আসেনি।

৩.৭ বৈদেশিক ঋণ চাহিদা আয় বণ্টন ও ভোগ চাহিদার ক্ষেত্রে আসম নির্ভরশীলতা ঃ আয় বণ্টনের বর্তমান অবস্থা চলতি ভোগের ক্ষেত্রে অধিকতর আমাদনি নর্ভর সৃষ্টি করছে। বিআইডিএস-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, শহুরে উচ্চ আয়ের লোকদের চলতি ভোগ বাজেটের ৪০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সে তুলনায় গ্রামীণ দরিদ্রতম পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এ নির্ভরশীলতা মাত্র ১৪ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দৈনন্দিন জীবনে খোলা চোখে যা দেখি এ হিসেবটি তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। চরম প্রান্তে শহুরে এলিটদের ভোগের ধরণটি অত্যন্ত আমদানি-ঘন। আমদানি-ঘন এ ভোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ভোগ্যপণ্য, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সাহায্য কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরাই আত্মসাৎ করেন। বৈদেশিক সাহায্যকে আমদানিকৃত বিলাসবহুল ভোগের উদ্দেশ্যে চালিত করার বিষয়টি অবশ্যম্ভাভীকেই ব্যাপক অপচয়ের উৎস হিসেবেই গণ্য করা উচিত। বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে গঠিত উন্নয়নধর্মী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Direct Foreign Investment-DFI) বেসরকারি ঋণ গ্রহীতাদের সূত্রে অপচয়ের আর একটি উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৩.৮ ঋণ সাহায্য ও কালো টাকার সম্পর্ক ঃ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ তহবিলসমূহ ব্যাংক একাউন্ট-এ জায়গা করে নেয় যেগুলো আবার এ শ্রেণীর ঋণগ্রহীতাদের আমদানিকৃত ভোগের অর্থ যোগান দেয়। এ ধরনের তহবিল আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্য এমনকি বিলাসবহুল বাসস্থান সামগ্রীর জন্যেও ব্যবহৃত হয়, যেগুলোর আমদানি ঘনত্বের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। সবশেষে, বাংলাদেশে প্রতি বছর যে ৩০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয়-বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সাথেও সেটার কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান (অধ্যাপক আবুল বারকাত, ১৯৯১)। ফলে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের নামে প্রাপ্ত ঋণ সেবা কালো টাকার পাহাড় গড়তে সহায়ক হয়েছে। উন্নয়নের কাজে নামে মাত্র এসেছে। কাজের কোন কাজ হয়নি।

ইনডেন্টিং ব্যবসা, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (ডিএফআই) ঋণগ্রহীতা, বড় ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরতলায় গুটিকতক সুবিধাভোগী বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য ব্যবস্থা থেকে অকল্পনীয় সম্পদ গড়ে তুলেছে। ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতাদের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য থেকে অর্জিত আয় বৈধ সার্ভিস থেকেই আসে। তবে কাজের বিধিবদ্ধতা এবং গুণগত মানের হেরফের করে এ শ্রেণীভুক্ত কতিপয় লোক ঋণ সেবা সাহায্য খাত থেকে রেকর্ডবিহীন বখরা হাতিয়ে নেয়, যা অবশ্যই কালো টাকা।

বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধা ও সুবিধাভোগীদের বিশ্লেষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ঋণ সেবা সাহায্য প্রবাহের ফলে অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে যা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে সুদৃঢ় করছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও কালো টাকা এ প্রক্রিয়ার সহজাত অনুষঙ্গ মাত্র। বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিমাণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এমনতর গুণগত রূপান্তর ঘটিয়েছে যেখানে উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং সমগ্র বিদেশি ঋণ সেবা সাহায্য কাঠামো আমাদের দেশে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেনি এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী একটি কাঠামো শক্তিশালী করেছে–এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাত সমগ্র অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতিকে কালের ব্যাপ্তিতে মূলনীতিতে পরিণত করেছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বিদায়ী রাজনৈতিক সরকার ও তার সহচর গোষ্ঠী সমগ্র বিশ্বে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তা প্রমাণ করেছে।

৩.৯ বৈদেশিক ঋণ ও সেবা সাহায্যে এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠির সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক ঃ প্রফেসর ডঃ আবুল বারকাত (২০০২) তার গবেষণার বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশে আয়ের অসম বণ্টন ত্বরান্বিত করেছে এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে দেশি ও বিদেশি কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে। বড় দাগের হিসেবে (সারণি) দেখা যাচ্ছে যে, বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের তিন দশকে, বিদেশের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এজেন্ট ও পরামর্শকেরা সম্মিলিতভাবে মোট সাহায্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা লুটপাট করেছেন। দেশের ভিতরের আমলা রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা হাতিয়ে নিয়েছেন মোট সাহায্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ এই চার শ্রেণীর মোট ৫৪,০০০ কোটি টাকা। দেশের শহুরে ও গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিরা পেয়েছেন ২০ শতাংশ ৩৬,০০০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগীদের কোন গোষ্ঠী কিভাবে তা আত্মসাৎ করে সে বিষয়ে

সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্ভূত চিন্তা উদ্রেককারী কিছু গবেষণা কাজ হয়েছে নব্বই-এর শুরুর দিকে। দেখা গেছে যে, বৈদেশিক সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হয় দেশের বাইরে থেকে আনা পণ্য এবং পরিসেবার ব্যয় পরিশোধের জন্যে। এভাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এবং বিদেশি পরামর্শদাতার একটি দেশ বহির্ভূত শ্রেণী বিদেশি সাহায্যের সরাসরি সুবিধাভোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সে সাথে আমাদের দেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সুবিধাভোগীর একটি শ্রেণী। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর ব্যয়ের উপর তাদের রয়েছে সরাসরি স্বার্থ। এ শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় উদ্যোক্তা, বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে আমদানিকৃত পণ্য ও পরিসেবার মধ্যস্বত্বভোগী বা কমিশন এজেন্ট, নির্মাণ ঠিকাদার, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতাদের, বিদেশি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অবৈধ বখরাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ।

৩.১০ শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ও ভোগ বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুকৌশলে বিভিন্ন ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি সুবিধা অর্জন ও নিজেদের ঋণস্ফীতিকরণ ঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ সাহায্য গরিব মানুষের জন্য এসেছে ঐ গরিব শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছেন মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা। তা আবার গ্রামীণ জনপ্রতিনিধিরা প্রকল্প ও কাজের বাস্তবায়ন শ্রমজীবী মানুষের অংশবিশেষ সাহায্য সুকৌশলে বিভিন্ন ধারায় ব্যয় দেখিয়ে সুবিধা হাতিয়ে নেয়। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে, গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের নামে ৪৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১,৩৫,০০০ কোটি টাকা সমপরিমাণ ধনস্ফীতির একটি সংগঠিত পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। হতাশা উদ্রেককারী এ পরিস্থিতিতে অনেকে মনে করেন বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে হয়তবা শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত হবে এমন কিছু করা, যা দিয়ে ১,৮০,০০০ কোটি

সারণি ঃ গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮/৯৯) বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

সুবিধাভোগ শ্রেণীসমূহ	মোট সুবিধার পরিমাণ (কোটি টাকা)	সুবিধার শতকরা হার
বিদেশি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী	২৩,৪০০	১৩
বিদেশী পরামর্শক	২১,৬০০	১২
দেশজ কমিশন এজেন্ট	১০,৮০০	৬
আমলা-রাজনীতিবিদ (বখরা)	১২,৬০০	৭
দেশজ পরামর্শক	৭,২০০	৪
নির্মাণ ঠিকাদার	২৩,৪০০	১৩
অন্যান্য ধনী ব্যক্তি (শহর ও গ্রাম)	৩৬,০০০	২০
শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি ঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে নিয়োজিত শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গ্রামীণ ঋণগ্রহীতা ইত্যাদি	৪৫,০০০	২৫
মোট	১,৮০,০০০	১০০

উৎস ঃ ড. আবুল বারকাত, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন ঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, বাংলাদেশর অর্থনীতি সমিতি, সাময়িকী, ২০০২।

টাকার মধ্যে ৪৫,০০০ কোটি টাকা কিভাবে আরো ফলপ্রদ ব্যবহার করা যায় সে পদ্ধতি আবিষ্কার করা।

বৈদেশিক সাহায্যের সরাসরি গ্রহীতা তাদের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে দেশীয় বাজারে প্রাপ্ত নানা ধরনের পণ্য ও পরিসেবা ক্রয় বাবদ। এ সুবাদে সুবিধাভোগীদের একটি ব্যাপকতর নেটওয়ার্ক এ বৈদেশিক সাহায্য নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাহায্যের ব্যপ্তি এবং চুঁইয়ে পড়া উপকারের ফল হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যক্ষ কোন হিসেব নেই।

৩.১১ ডিএফআই প্রকল্পের ব্যয় অপরিশোধযোগ্য অংক ব্যক্তির পকেটস্থ ঃ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অনেকে ডিএফআই প্রকল্পের জন্যে আমদানিকৃত সামগ্রীর অতিরিক্ত মূল্য উল্লেখ করেন, ঋণের পূর্ণ ব্যবহার করেন না অথবা দক্ষতার সাথে ঋণ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এসব ঋণগ্রহীতারা অপরিশোধযোগ্য বিপুল অঙ্ক পকেটেস্থ করেন। বাংলাদেশে ২৫০ জন ঋণ খেলাপির কাছে জমে থাকা প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার সাথে বৈদেশিক ঋণের সম্পর্কটা অবশ্যই অতি ঘনিষ্ঠ।

৩.১২ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কতিপয় ব্যক্তিরা সুবিধা ভোগ করেছে ঃ ইনডেন্টদের ক্ষেত্রে মধ্যস্থকারীর বা দালালি বাবদ প্রাপ্য এবং উপর মহলের সাথে বিশেষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার সুবাদে কেউ কেউ ব্যাপক বখরা আদায় করে নেন। সে সাথে ফাঁক-ফোকর বের করে এবং তোষামোদীর মাধ্যমে ইনডেন্টররা বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়। এ ধরনের দালালির ফলে প্রকল্প কিংবা সরবরাহ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়বহুল হয়ে যায়, তার দায় বহন করতে হয় দেশ এবং বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণ সুবিধাভোগীদেরকেই।

৩.১৩ বৈদেশিক ঋণ সেবা সাহায্য ও ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঃ বৈদিশেক সাহায্যের লুটপাটকেন্দ্রিক একটি গোষ্ঠী দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়ে উঠেছে যেখানে আছে ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনীতিবিদ প্রমুখ। গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা উত্তরকালে যে সম্পদ ঘনীভূত হয়েছে তার হয়তবা ৭৫ শতাংশের উৎস বিদেশি ঋণ সেবা সাহায্য। শেষ পর্যন্ত বিদেশে পুঁজি পাচার, দৃষ্টিকটু ভোগ, জমি ও বাড়ি ক্রয়, উৎপাদন ক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার, উদ্বৃত্ত এবং পুনর্বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নহার, ডিএফআই এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কাছে প্রভূত পরিমাণ অপরিশোধিত ঋণ প্রভৃতি এ শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেহেতু পরগাছা বৃত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে হিসেবে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য, আর সে কারণেই প্রচলিত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সামাজিক অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জোরালো কোন যুক্তি নেই।

৪. করণীয় বর্জনীয় সুপারিশ

বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত শাসন-শোষণ-লুণ্ঠন ঘটনাসমূহ রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সব সরকারেরই ছিল। এসব অসফলতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে অতীতের সব সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। আর এসব দায়ভার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে সৃষ্টি হলে অথবা নিজেদের পরিবর্তন করে এমন দায়ভার মোচন করতে না পারলে কোন রাজনৈতিক,

অরাজনৈতিক সরকারই ক্ষমতায় বেশিদিন থাকতে পারবে না। বাংলাদেশে অধুনা যদিও দলবদলের রাজনৈতিক সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভার অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, হয়তবা দীর্ঘ সময় এ পরিস্থিতিও টিকে থাকবে না। তৃতীয় অন্য একটি রাজনৈতিক সরকার রাষ্ট্রের ক্ষমতা ভার গ্রহণ করতে পারে। এসব রাজনৈতিক ভেল্কিবাজি দ্বারা রাজনৈতিক দলের সরকার বারবার পরিবর্তন আকারে আসলেও এদেশের উন্নয়নে এমনটিই হতে থাকবে। সুস্থ গণতন্ত্রমনা ও শোষণ-শাসনের রাজনীতি এবং সরকার গঠন দীর্ঘ স্থায়িত্ব হতে পারলে এবং দেশি-বিদেশি রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ব্যবহার হলে, উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থানে থেকে জনকল্যাণের জন্য কাজ করতে পারলে বাংলাদেশ সত্যিই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। আজকের তথ্য প্রযুক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োগ কৌশল সুদৃঢ়করণের জন্য রাজনৈতিক সরকার দেশসেবার মান নিয়ে কাজ করলে উন্নয়ন হবেই।

৫. উপসংসার

যারাই ক্ষমতায় আসেন এবং আসবেন, তাদের অবশ্যই অতীতের ব্যর্থতার বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। অতীতের ভাল-মন্দ অভ্যাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে দেশ প রিচালনায় ভাল করতে পারবেন। ক্ষমতাশীন সরকারের অবশ্যই অতীতের ভুল-শুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে ভাল কিছু করার সর্বত্র চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিহিংসা নয়, প্রতিশোধ নয়, নাম বদল নয়, রাজনৈতিক প্রতিরোধ নয়, বরং রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষেধক প্রয়োগ করে উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ হওয়া দরকার। দেশের মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে ভাল কিছু করা এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার দীর্ঘায়িত করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সরকারের ভাবমূর্তিকে জনমানুষের কাছে স্বচ্ছ করে গড়ে তোলা। দেশের মানুষের কাছে সকল কর্মকা- বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রীয় সকল উন্নয়ন কর্মকা- গণ অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে সরকারের পক্ষে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দেয়া উচিত। তবেই দেশ পরিচালনায় সরকারের সফলতার পরিচায়ক হবে।

গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে হলে ত্যাগী সরকারের হাতে সৎভাবে দেশ পরিচালনার জন্য দীর্ঘ সময় দিতে হবে। রাজনৈতিক সরকারের বিপক্ষে বিরোধী দল সরকারের অংশ থেকেই গঠনমূলক সমালোচনা ও উন্নয়নের খাতিরে বিরোধ চালিয়ে গেলে দেশের মানুষের জনকল্যাণমূলক উন্নয়ন হবেই। সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দল সংসদে বলিষ্ঠ কণ্ঠে অবস্থান নিলে সরকারি দলের কোন নেতিবাচক কর্মকা- ও কর্ম প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। অনিয়ম ও অজনকল্যাণে অথবা সরকারি দল বা সরকারের পক্ষের লোকদের অনৈতিক শাসন-শোষণ করার কোন কৌশলই টিকে থাকবে না। মোট কথা দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারের কর্মকা-র গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ রাজনৈতিকভাবে বিরোধী দল তথা সরকারের অংশ হিসেবে কাজ করতে হবে। বিরোধিতার জন্য বিরোধ নয়, উন্নয়ন ও জনকল্যাণে বিরোধিতা করতে

হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে কাজের জন্য দীর্ঘ সময় দিতে হবে। নচেৎ ঘন ঘন সরকার ব্যর্থতা ও পরিবর্তিত সরকার দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে না।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. ইসলাম, মইনুল ও বারকাত আবুল (২০০২), বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়নঃ একটি ধারণা পত্র। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০২।

২. বারকাত, আবুল (২০০২), বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০২।

৩. আহমেদ কাজী খলীকুজ্জামান (২০০৪), বাংলাদেশের গণ মানুষের স্বাধীনতা ঃ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৭।

৪. জাহান, সেলিম (১৯৮৯), বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ বাস্তব চিত্র, প্রবন্ধাবলী ২, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. জাহান, সেলিম (১৯৯১), বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, জাতীয় সাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. রহমান, আতিউর (১০৮৪), বাংলাদেশের উন্নয়ন, বিদেশি সাহায্য এবং পরিকল্পনার এক দশক, সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

৭. ছোবহান, রেহমান (১৯৯০), বাংলাদেশ আত্মনির্ভর উন্নয়নের পথ (মৃনাল সরকার অনুদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

8. Rehman, Sobhan (ed.) (1990), From Aid Dependence to Self-Reliance Development Options for Bangladesh, BIDS, UPL., Dhaka,

9. Rehman, Sobhan and Syed M. Hashemi (1990), The Beneficiaries of Foreign Aid in R. Sobhan (ed.) From Aid Dependence to Self-Reliance. Development Options for Bangldesh, BIDS-UPL, Dhaka.

10. Rehman Sobhan and Tajul Islam (1990), Aid Dependence of Consumption; A Sector Level Analysis, in R. Sobhan (ed.) From Aid Dependence to Self-Reliance. Development Options for Bangladesh, BIDS-UPL, Dhaka.

১১. সিকদার, মোঃ জহিরুল ইসলাম (২০০৯), আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১২. সিকদার, মোঃ জহিরুল ইসলাম (২০০৪), বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৩. সিকদার, মোঃ জহিরুল ইসলাম (২০১০), অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।